Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIII Issue : I, 15th, April, 2023 ১লা বৈশাখ, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

এবারের প্রবীণবার্তা ১৪৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা। আগে কবি বলতেন, 'নববর্ষে করিলাম পণ—নব স্বদেশের দীক্ষা'। আমরা কি প্রতিজ্ঞা করব? স্বদেশ তো এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত। কিন্তু আমরা মুক্ত হইনি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতা এবং পরমত-অসহিষ্ণুতা-এর কঠিন নাগপাশে আমরা বন্দী। প্রকৃত অর্থে পরাধীন। আমাদের এবারের সংকল্প এদের হাত থেকে মুক্তি।

তবে আশু কর্তব্য হল বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করা। বিগত ৮ বছর ১০ মাসের কিছু বেশি সময় ধরে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে, স্কুল পাঠ্য ইতিহাসের সিলেবাস থেকে মোগল যুগকে পুরোপুরি বাদ দেয়োর চেষ্টা হচ্ছে, বাংলায় পয়লা বৈশাখে নববর্ষের সূচনার কৃতিত্ব আকবরের বদলে শশাঙ্ককে দেওয়ার সুচিন্তিত প্রচেষ্টা চলছে। জনমানসে হিন্দুত্ববাদের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে, সামাজিক প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। আমাদের নববর্ষের প্রকৃত কথা ও কাহিনী বারবার লোকের সামনে তুলে ধরতে হবে।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহনের আঠাশ বছর পর আকবর চালু করেছিলেন বর্ষগণনার এক নতুন ক্যালেন্ডার—তারিখ-ই-ইলাহি। হিসাব শুরু হল ১৫৫৫ কে শূন্য ধরে। কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যে তখন হিজরি সন, হিন্দু পঞ্জিকা, ইরানি তথা পারসিক ক্যালেন্ডার। মোগল বাদশাহের চেষ্টা সত্ত্বেও এই ক্যালেন্ডার টিকল না বটে, তবে এর প্রভাবেই গড়ে উঠল আজকের বঙ্গাব্দ। বঙ্গাব্দের গণনার সূচনা-বর্ষ ওই ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

কিন্তু ওটা ভিত্তি বর্ষ হলে এখন বঙ্গাব্দ হওয়ার কথা ৪৬৭। তবে ১৪৩০ কোথা থেকে এল? আসার কারণ হিজরি সন যা তখন এই উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত ছিল। হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার সময়টিকে (৬২২ খ্রিস্টাব্দ) হিজবি সনের সূচনা-বিন্দু। ফলে আকবরের রাজ্যাভিষেককে সূচনা বিন্দু ধরলে ১৫৫৬ হল ৯৬৩ হিজরি সন। বঙ্গাব্দের শুরুও ওই ৯৬৩ সাল থেকে, তাই ২০২৩য়ে ১৪৩০। সোজা হিসাব। অবশ্য বঙ্গাব্দের গণনা হয় সৌরপঞ্জিকা মতে আর হিজরি সন হয় চান্দ্রবর্ষের নিয়ম মেনে।

অর্থাৎ আমাদের দূর্গাপূজা বা পদিপিসির একাদশী পালনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার বর্ষটি। পাঠ্য পুস্তক থেকে মোগলদের হটান যাবে, কিন্তু আমাদের জীবন-যাপন থেকে ইসলামকে হটান কী সম্ভব?

ভালো থাকুন। বাংলা নববর্ষ নতুন দিন নিয়ে আসুক।

Vol : XIII Issue : I, 15th, April, 2023, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

রানির পালা

মৃণাল দত্ত

দরবার কক্ষে বসিয়া রানি ঝিমুনিমগ্ন, তন্দ্রাচ্ছন্ন। দূর হইতে এক প্রকার শব্দ, মনে হইল কাহারা যেন ঘেউ ঘেউ করিতেছে, সেই ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে রানির তন্দ্রাভঙ্গ হইল। রোষে কহিলেন, কিসের আওয়াজ? কোষ্ঠী বিচারক, যাহার অবয়ব প্রয়াত অভিনেতা হরিধনবাবুর মতই, এক চক্ষু বুঁজিয়া তিনি নাসিকার ছিদ্রপথে নস্য গুঁজিতে ছিলেন, কহিয়া উঠিলেন, কিসের আওয়াজ, শিক্ষামন্ত্রী রাণিসাহেবার সদ্য রচিত কবিতাগুলি সংশোধনে ব্যস্ত, বলিলেন, কিসের আওয়াজ, অর্থমন্ত্রী কানে খাটো, এত হল্লাবাজিতে তিনিও বলিলেন কিসের আওয়াজ।

রানি সাহেবান সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সভাকক্ষের এমুড়ো-ওমুড়ো পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাহার ফুলো গণ্ডদেশ আরো ফুলিয়া মাছের পটকার মতো আওয়াজ করিতে লাগিল, রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি গাড়ির পিষ্টনের মতো বড়ই চঞ্চল। আওয়াজ আর থামে না... এমন সময় খাদ্যসরবরাহ মন্ত্রি ব্যাঘ্রতাড়িত শশকের মতো হাঁপাইতে হাঁপাইতে সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার বক্ষদেশ কম্পিত হরিণীর মত অতিচঞ্চল, কেশদাম উদ্বেল সাগরের মতো উড়িতেছে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। শির নত করিয়া, হস্ত জোড় করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, রাণিসাহেবা, বড় গোল বাঁধিয়াছে। রাণির চক্ষু রক্তবর্ণ, বলিলেন 'কিঁউ'। মন্ত্রীর মাথা ভূমিতলে নিবদ্ধ, নিষ্প্রভ স্বরে বলিলেন, সকল কর্মচারী মহার্ঘ অন্ন খরিদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ দাবী করিতেছে। তাহারা সচিবালয়ে না গিয়ে ঘেঁউ ঘেঁউ করিতেছে। সকল প্রকার কর্ম বিঘ্নিত হইতেছে।

মহামন্ত্রী করিলেন, সর্বনাশ।

অর্থমন্ত্রী বলিলেন, সব্বোনাশ।

কোষ্ঠী বিচারক নাক ঝাড়িয়া বলিলেন, সাড়ে সর্বনাশ।

রানিসাহেবা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিয়া অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকাইলেন, বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, 'ঘোষণা করো কোষাগার শূন্য, টাকা নাই। তাহাদের ছুটি দিয়াছি অনেক সুবিধা দিয়াছি। এখন আর কিছু দিবো না যখন অর্থ অফুরাণ হইবে তখন বিবেচনা করিব। সকল মন্ত্রী সমস্বরে বলিল, অর্থ নাই, কিছু নাই। খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী জোড় হস্তে কহিলেন, এই সকল কথাই বহুবার বলিয়াছি, ফল দেয় নাই। সকল কর্মচারী দলে দলে কক্ষ ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, বসিয়া বসিয়া শোরগোল তুলিতেছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী বলিলেন, সব্বোনাশ, বিদ্যুৎ উপাদান বন্ধ হইলে, এসি চলিবে না, আলো জ্বলিবে না সারা দেশ অন্ধকার হইয়া যাইবে। পরিবহন মন্ত্রী সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলিলেন, সব্বোনাশ গাড়ি ঘোড়া না চলিলে দেশ অচল হইয়া পড়িবে।

কোষ্ঠী বিচারক সভয়ে বলিলেন, রানিসাহেবা আপাতত সচিবালয় বন্ধ করিয়া দিন। আপনি রাজপথে প্রতিমার মিছিল করুন ঢাকের বাদ্যিসহ, অঞ্চলে অঞ্চলে মন্দির বানান। দেখিবেন ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সকল দাবী ভুলিয়া যাইবে।

সভাস্থল মধ্য রাত্রির মতো নীরব। এমন সময় অনুগত বুদ্ধিজীবীরা জোড় হস্তে নতশিরে আসিয়া আবেদন জানাইলেন, সর্বত্র প্রচার করুন রানি সন্ন্যাস লইবেন। সে কারণে সচিবালয় বন্ধ। রানি তাহাদের কথা মানিয়া দেশে ১৪৪ ধারা জারী করিলেন, মিছল বন্ধ, দাবী দাওয়ার আন্দোলন বন্ধে ধর পাকড় চালু হইল কিন্তু আওয়াজ থামে না। তাহারা আরো তেজী বলবান হইল। দেশের মানুষেরা কর্মচারী আন্দোলনে সামিল হইলেন। রানি শংকিত চিত্তে কহিলেন, সংবাদপত্রে, মিডিয়ায় ঘোষণা করো, আমাদের নতুন পরামর্শদাতা চাই।

এক মনোরম উপত্যকার মাঝে মদমহেশ্বর

(১ম পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

মন চল গাড়োয়াল হিমালয়ের অন্দরে-কন্দরে। পাঁচ শৈব তীর্থে। কেদারনাথের পথে ভয়ঙ্কর চড়াই হলুমান চটি অতিক্রম করে দেও-দেখনী পৌঁছতেই যেন প্রকৃত রঙ্গমঞ্চের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে আকাশ জুড়ে চিরতুষারময় পর্বত শিখরের পাদদেশে দেবাদিদেব ভোলামহেশ্বরের জগৎবিখ্যাত মদির। পাশে বয়ে যায় ক্ষীণকায়া মন্দাকিনীর অমৃত ধারা। মহিষের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় শ্যামবর্ণের বিশাল শিলাসদৃশ ভগবান শ্রী কেদারনাথজীর দর্শন ও পূজা-পাঠ অন্তে শিবলিঙ্গের আলিঙ্গনের পর শ্রী মদমহেশ্বরের শান্ত, ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের এক অনন্য রূপ উপভোগ করার জন্য আমরা দশ জনের একটি দল ১৯৭৯ সালের ২০ মে কলকাতা থেকে রওনা হই হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে। দলে ছিলেন আমার সহকর্মী আকাশবাণীর সেতারবাদক রবি সেন (স্টাফ্ আর্টিস্ট), শম্ভু বিশ্বাস, স্বপন মিত্র, দুলালী বিশ্বাস, কৃষ্ণা স্বরূপা, জয়া বিশ্বাস এছাড়া কুন্ডু স্পেশালের ট্যুর ম্যানেজার রবি কর্মকার, হেল্পার ক্ষুদিরাম ও একজন কুক। কেদারনাথজীর দর্শনের পর নেমে এসে পৌঁছাই সীতাপুরে। এখানে রাত্রিযাপন করে পরদিন অর্থাৎ ২৮ মে সকাল থেকে অপেক্ষা করি লোকাল বাসের জন্য যাব জুরানি হয়ে কালিমঠ। সকাল ১১টার বাস ভিড়ে ঠাসা। উঠতে না পেরে পরবর্তী বাসে চড়ি দুপুর আড়াইটায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর পৌঁছাই জুরানি। দেবীঘাটে চা পান করে চারটায় হাঁটা শুরু। জুরানি থেকে কালিমঠের দূরত্ব মাত্র ২.৬ কি.মি.। অরণ্যময় পথে চড়াই উৎরাই আছে। হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কারণ, চড়াই হলেও তা অল্প তেমন কঠিন নয়। বেশ ঘন জঙ্গল। গাইড বলল সন্ধ্যার দিকে অরণ্যচারীরা নেমে আসে নদীর কিনারে জলপানের জন্য। সুতরাং, সবাই একসাথে চলুন। পথে পড়ল একটি সুন্দর পুল নীচ দিয়ে কুল কুল করে বয়ে চলেছে সরস্বতী নদী। পুল পার হয়ে অরণ্যপথে কিছুক্ষণ হাঁটার পর পৌঁছলাম এক সুন্দর উপত্যকায়। এরই মাঝে রয়েছে কালিমঠ মন্দির। আজ সামান্য হাঁটার পর এখানেই যাত্রা বিরতি রাত্রিযাপনের জন্য জায়গা মেলে মন্দিরের পাশে অতিথিশালায়।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙে। কুয়াশায় চারদিক ঢেকে আছে। অন্ধকার এখনও কাটেনি। ঘর থেকে বেরতেই গা শির শির করে ওঠে। এখনও আমাদের কিচেনে আলো জ্বলেনি। এদিকে পাখিদের কলকাকলি শুরু হয়ে গেছে। কি মিষ্টি শিস্ ধ্বনি। মন ভরে যায়। যারা এমন মিষ্টি মধুর সংগীত শোনাচ্ছে তাদের এক ঝলক

দর্শনের চেষ্টা করলাম, পেলাম না, তারা বোধহয় তাদের বাসায় বসেই গান গাইছে নতুন অতিথিদের শোনানোর জন্য। ক্রমশঃ কুয়াশা কাটে। আলো ফোটে। পাখিদের গান থামে। আমার ডাক পড়ে চা পানের। সকাল সাতটার মধ্যে সবাই প্রস্তুত। পাশেই কালিমঠ মন্দির। কালীমাতার পুজো, পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর পুরোহিতের নির্দেশে মায়ের আরতি করি প্রত্যেকে। এখানে মায়ের মূর্তি দেখা যায় না। মূর্তি রাখা আছে পেটিকাতে মাটির নীচে। বিশেষ পুজো অর্থাৎ দুর্গা অষ্টমীর দিন পুরোহিত পেটিকা থেকে মূর্তি বার করে স্নানান্তে নতুন বেশ পরিয়ে মায়ের আরাধনা করেন। পুরোহিত ছাড়া এ মূর্তি দেখার অধিকার আর কারও নেই। সে সময় এস্থানে মেলার আয়োজন হয়। ঠিক এই একই রকম নিয়ম দেখে ছিলাম অঘোরায় বড়ী রাজজাত উৎসবে। সেখানেও সারা বছর মায়ের মূর্তি রাখা থাকে মাটির নীচে পেটিকাতে নন্দাষ্টমীতে মূর্তি বার করে পুজো পাঠ হয়। আবার ওয়ান গ্রামে দেখেছি লাটু মহারাজের মন্দিরের দরজা সারা বছর বন্ধ থাকে, জাসদাগ্ন মুনির মন্দিরে দেখেছি এরকম নিয়ম, বিশেষ পুজোয় বা তিথিতে বছরে একবার মন্দিরের দোর খোলে। তখন হয় উৎসব, মেলা বসে।

কালিমঠকে (৩৯৬০ ফুট) কেউ কেউ পীঠস্থান বলে থাকেন। কারণ দানব রক্তবীজকে মা কালী (চামুণ্ডা দেবী) এখানে বধ করেছিলেন। বলেন রক্তবীজের প্রস্তরীভূত মাথার খুলি সরস্বতী নদীর তীরে কোথাও পড়ে আছে। এখনও নাকি তা দেখা যায়, এরকমই বিশ্বাস। তবে, আমরা নদীর তীরে বড় বড় শিলাখণ্ড ছাড়া কিছুই দেখিনি।

একটা সুন্দর ছোট্ট উপত্যকার মাঝে মন্দির আর তার পাশে গড়ে উঠেছে গ্রাম। চারদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা বেষ্টিত অঞ্চলটিতে সূর্য রশ্মি এসে পৌঁছতে সময় লাগে একটু বেশি। কুয়াশা কাটতে আলো এসে পড়ে মন্দিরের চূড়ায়। ছোট্ট মন্দির। দরজার পাশে একদিকে রাখা আছে এক টন ওজনের স্টীলের একটি বিশাল খাঁড়া। পুরোহিত ঠাকুর আর স্বপনকে সামনে রেখে মন্দিরের ছবি তুলি। মন্দিরের সামনে সরস্বতী নদী বয়ে যায় এঁকে বেঁকে। জল বেশি না থাকলেও স্রোত আছে। পাথরে ধাক্কা মেরে মৃদু গর্জন তুলে নদী ছুটে যায় আপন খেয়ালে। নদীর উপর ছোট্ট পুল। পার হয়ে ওপারে গিয়ে পথ পাই লেঁখে যাবার।

এ পথে লেঁখে যেতে পাই চাঁর/পাঁচটা পুল। পথ চড়া তবে মাঝে মাঝে রয়েছে ছোট ছোট উৎরাই চড়াই পথ টানা হলেও তেমন কষ্টকর নয় কারণ, ঠেলে তোলার ব্যাপারটা নেই। এখনও রোদের তাপ এসে পথে পড়েনি। পথের দু পাশে রয়েছে প্রচুর পাইন গাছ। তার ছায়ায় পথ চলা। পাইনের ডালের সরু পাতা যেন চাঁদোয়ার মতো সারাটা পথ, সারাটা বনভূমিকে ঢেকে রেখেছে। বাতাসে তারা হিন্দোলিত হলে শিরশির করে সুরেলা শব্দ ওঠে। বনতলে পড়ে আছে অসংখ্য পাইন ফল। বিচিত্র তাদের আকার; স্বপন মুগ্ধ হয়ে দেখে আর ঝোলায় পোরে। বলে বাড়ি নিয়ে যাবে, সাজিয়ে রাখবে। শম্ভুদা সুযোগ পেয়ে স্বপনের পিছনে লাগেন, পাইন ফল দেখলেই বলেন কি সুন্দর এমনটি আর ইতিপূর্বে দেখিনি, এটা রাখ। স্বপনও ঝোলায় পুরে নেয়। এভাবে লেঁখে পৌঁছনর পূর্বেই স্বপনের ঝোলা পূর্ণ হয়ে গেলে স্বপন বলে ঝোলাটা আরও একটু বড় হলে ভাল হ'ত।

প্রায় ৯ কি.মি. পথ অতিক্রম করে লেঁখে পৌঁছলাম এগারোটা নাগাদ। ছোট্ট গ্রাম। স্কুল আছে। রাত্রিবাসের জন্য যাত্রীদের জন্য চটি রয়েছে। পথের ধারে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যের দোকান রয়েছে বেশ

কয়েকটি। লেঁখের চায়ের দোকানে একটু বিশ্রাম নিয়ে চা পান করি। প্রতি কাপ ২৫ পয়সা। স্বপনের ঝোলা দেখে দোকানীর ছোট ছেলেটা হাঁসে বলে— "বাবুজী ইসমে কাম নেহী হোগা আপকো একটো বোড়া লেনে পড়েগা"। স্বপন শুনেও না শোনার ভান করে।

সওয়া এগারোটায় আবার হাঁটা শুরু। এখন বেশ কিছুটা পথ টানা চড়াই। যেন শেষ হতে চায় না। তবে এপথেও পাইনের জঙ্গল। তারই ছায়ায় পথ চলা। পথে পড়ল দুটো ভাঙ্গা পুল। গত বর্ষায় ভেঙ্গেছে এখনও সারানো হয়নি। সাবধানে একে একে সবাই পার হই। এর মধ্যে একটা পুলে একটি মাত্র কাঠের লগের উপর ব্যালান্স রেখে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পার হই। মালবাহকরা মহিলা সদস্যদের ধরে ধরে পার করে বিপদসঙ্কুল ভাঙা পুলের এংশটি। এরপর শুধু চড়াই আর চড়াই। পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামে। কিছু পরে থেমেও যায়। মেঘ কাটলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তুষার ধবল চৌখাম্বা পর্বতমালা। পাইনের ফাঁকে যেন লুকোচুরি খেলে মনচোরা পর্বতমালা। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। এই অপরূপ নয়নশোভন দৃশ্য থেকে চোখ ফেরান যায় না। খানিক দাঁড়াই, চোখের আশ মেটাই।

বেলা একটায় পৌঁছে গেলাম রাঁশু গ্রামে (৬৪৬০ ফুট)। উখিমঠ থেকে এলে প্রায় ১৫ কিমি পথ। লেঁখ থেকে রাঁশু গ্রাম ৬ কিমি। আজ আমরা এখানেই রাত্রিবাস করব। গ্রামে পৌঁছে রবি কর্মকার, চটির সন্ধান করে। আমি সন্ধান করি রাকেশ্বরী দেবী মন্দিরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত বীরভদ্র ভট্ট মহাশয়ের। কারণ কয়েক বছর পূর্বে আবার কাকা শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ ও দুই পিসি শ্রীমতী শেফালী ও চামেলী ঘোষ মদমহেশ্বর যাবার পথে পুরোহিত বীরভদ্র ভট্টর অতিথি হয়েছিলেন। ওনার নির্দেশ ছিল্ আমিও যেন রাকেশ্বরী দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে ভট্ট মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি। প্রয়োজনে ওনার সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সাক্ষাৎ হলে উনি ঘরে নিয়ে যান। চা পান করিয়ে ওনার বাড়িতে থাকার অনুরোধ করলে জানাই চটিতে আমরা উঠেছি ওখানেই আমাদের সঙ্গী সাথীরা সবাই রয়েছেন। পরে যদি আবার আসি তখন আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই উঠবো। বিকালে ভট্ট মশাই মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মন্দির অভ্যন্তরে সারাক্ষণ ধুনী জ্বলছে ত্রিযুগীনারায়ণের মতো। গর্ভগৃহে রয়েছেন রাকেশ্বরী দেবী। তাঁর নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে রাঁশু।

ভট্ট মশাই সর্বদা বেশ হাসিখুশি হয়ে থাকেন। সন্ধ্যায় মদিরে পুজো দেবার পর উনি রাকেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য শোনান। বলেন রাকা অর্থাৎ প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি। সে বহুদিন আগেকার এক ঘটনা পূর্ণিমা তিথিতে আকাশে যখন চন্দ্রমা পূর্ণ হয়ে বিরাজ করছেন, তখন পূর্ণ শশীর মায়াবী আলোয় পাহাড়, জঙ্গল, প্রাঙ্গণ সব আলোয় ঝক্‌মক্ করছে সে সময় পাহাড়ের সুন্দরীরা অনাবৃত দেহে ঘরের বাইরে উঠানে বিচরণ করার সময় পূর্ণশশীর লোলুপ নয়ন তাদের দিকে নিবদ্ধ হয়। এতে লজ্জায় মেয়েরা কুঁকড়ে ওঠেন। তাঁরা তাঁদের লজ্জার কথা মহামুনি অত্রিকে জানিয়ে নালিশ করেন। মুনিবর সব শুনে চন্দ্রকে অভিশাপ দেন ফলে চন্দ্রে কলঙ্ক লাগে। কলঙ্কিত চন্দ্রিমা শাপমুক্তির জন্য এ স্থানে কঠোর তপস্যা করেন দেবাদিদেব মহাদেবের। দেবাদিদেব চন্দ্রের ঘোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে চন্দ্রকে শাপমুক্ত করেন। সেই থেকে রাকা দেবী এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুজো পাচ্ছেন। এছাড়া মন্দিরে মদ্‌মহেশ্বর, কেদার, তুঙ্গনাথ, কল্পেশ্বর, সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি রয়েছে। জৈষ্ঠ মাসে বিশেষ পুজো-পাঠ হয়। সে সময় মাকে নতুন বস্ত্র দেওয়া নিয়ম। মন্দির প্রাঙ্গন থেকে চির তুষারময় চৌখাম্বা পর্বতমালা পরিষ্কার দেখা যায় দিনভোর।

[ক্রমশ]

১৩ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্মদিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীদিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান

প্রতিবেদক স্নেহাংশু চাকদার

১৩ মার্চ ২০২৩ সোমবার ডাঃ নর্মান বেথুন-এর জন্মদিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানকে ৩টি পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্ব শুরু হয় বিকাল ৪টায়। প্রথম পর্বে বরদা সুন্দরী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাতা, কলম, পেন্সিল, ব্যাগ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। উক্ত স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও ৩ জন শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং ৪/৫ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের পক্ষে শিক্ষক অর্ঘ গাঙ্গুলী বক্তব্য রাখেন। তিনি আমাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বলেন এখানে গরীব ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করেন। এই সামান্য দান তাদের অসামান্য উপকার করবে। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক গৌতম রায়চৌধুরী বলেন তাঁরা একাধারে মহৎ কাজে ব্রতী শিক্ষক এবং সংগ্রামী বিপ্লবী। তাঁরা সামান্য পারিশ্রামিকে শিক্ষা প্রসারে নিমগ্ন থেকে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি ভবিষ্যতেও তাদের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডাঃ কৃষ্ণা হালদার-এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ২য় পর্ব শুরু হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পেলব মুখার্জী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক গৌতম রায়চৌধুরী সংস্থার কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি অশোক রঞ্জন ধর। তিনি বলেন প্রতিষ্ঠার সময় যারা ছিলেন তাদের অনেকেই বর্তমানে নেই। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী, রাম রমণ ভট্টাচার্য, হরিদাস মালাকারসহ অনেকেই আজ প্রয়াত। তিনি সংস্থার কাজকর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সংস্থার মুখপত্র প্রবীণবার্তার কথা উল্লেখ করে বলেন সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি মাসেই প্রবীণবার্তা প্রকাশিত হচ্ছে। সকলকে প্রবীণবার্তায় লেখা দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রবীণবার্তা সম্পর্কে সকলের মতামত আহ্বান করেন। সভাপতি পেলব মুখার্জী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংস্থার কাজকর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। রায়নগর, বাঁশদ্রোণীতে জয় ইউনিয়নের সাথে ট্রাস্ট গঠন করে বৃদ্ধাবাস করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানান।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্মানীয় অতিথিদ্বয় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সংঘের স্বপন গঙ্গোপাধ্যায় এবং অনুরাধা তলোয়ারকে মঞ্চে আহ্বান জানান গৌতম রায়চৌধুরী। মেমেন্টো, মানপত্র, উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে তাদেরকে সম্মাননা জানান সভাপতি পেলব মুখার্জী ও সহ-সভাপতি অশোক রঞ্জন ধর। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত মজুর সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের বিবরণ তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। আন্দোলন করতে গিয়ে যে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তাও বর্ণনা করেন। বর্তমানে সংগ্রামের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করে তিনি জানান এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ১২/১৩টি জেলায় তাদের সংগঠন কাজ করছে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

পশ্চিমবাংলা ক্ষেত মজুর সমিতি ও শ্রমজীবী মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অনুরাধা তলোয়ার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি মূলত চা-বাগানের শ্রমিকদের দুঃসহ জীবনযাপনের নানাদিক তুলে ধরেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাঁরা ২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারে বীরপাড়া অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ চা-মজুর সমিতি গঠন করেন। এখনও যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারও বিশদ বিবরণ দেন। বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে শুধু শ্রমিকরা নয় সাধারণ মানুষের অসহনীয় অবস্থার কথা বলেন। সকলকেই এই অবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

দীপান্বিতা দত্ত-এর সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গৌতম রায়চৌধুরী।

২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হরিদাস মালাকার স্মরণে স্মারক বক্তৃতা

প্রতিবেদক স্নেহাংশু চাকদার

গত ২৭ মার্চ ২০২৩ সোমবার, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী এবং বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হরিদাস মালাকার স্মরণে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে সন্ধ্যায় দুইজনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গৌতম চ্যাটার্জী। সঙ্গীতের পর সভাপতি পেলব মুখার্জী সবাইকে স্বাগত জানান। সহ-সভাপতি গৌতম রায়চৌধুরী সংক্ষেপে নেতৃবৃন্দের ভূমিকা বর্ণনা করেন।

এবারের বক্তৃতার বিষয় - 'বর্তমান সময়ে মহিলাদের ভূমিকা'। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বর্ষিয়ান

নেত্রী কণিকা গাঙ্গুলী এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ। সংস্থার পক্ষ থেকে তাদেরকে বরণ করে নেন সভাপতি পেলব মুখার্জী ও সহ-সভাপতি অশোক রঞ্জন ধর। কনিকা গাঙ্গুলী শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ও শ্রদ্ধেয় হরিদাস মালাকার-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ, বিশেষ করে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিপদের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বর্তমান সরকারের পরিবর্তন করার লক্ষে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

মূল বক্তা ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিক কনীনিকা ঘোষ। তিনি বলেন বিমল চ্যাটার্জী, হরিদাস মালাকার প্রমুখ সমাজ পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁদের দেখানো পথেই আমাদের সেই লড়াই করে যেতে হবে। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তাদের স্মৃতিচারণ করেন। কেন্দ্র-রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকার পরিবর্তনই আমাদের আশু কর্তব্য। বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য মহিলাদের অগ্রণী ভূমকা গ্রহণ করতে হবে। মহিলারা যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করে তিনি বলেন মহিলা-পুরুষ সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।

গৌতম রায়চৌধুরী সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা

২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা

৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা

৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা

৫) ডঃ সৌমা চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা

৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা

৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা

যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045. Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in